প্রকল্পের নাম : যুবশ্রী

- **দপ্তর বা বিভাগের নাম :** শ্রম দপ্তর
- **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** 'যুবশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের অধীন এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নথিবদ্ধ অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা মাসে ১৫০০ টাকা হারে ভাতা পান।

এই প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা ২.২ লক্ষ।

২০১৩ সালের ৩ অক্টোবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে যুবশ্রী প্রকল্পের সূচনা করেন।

নথিভুক্ত যুবক-যুবতীরা যাতে নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বাড়াতে পারেন বা তাঁদের শিক্ষা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীন ভাতা-প্রাপকদের প্রতি ৬ মাস অন্তর তাঁদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য এবং তিনি এখনও প্রকল্পের সমস্ত যোগ্যতাবলির অধিকারী কিনা সেই সংক্রান্ত একটি স্ব-ঘোষণা জমা করতে হয়। এই প্রকল্পের সহায়তা নিয়ে যাঁরা চাকরি পাবেন বা স্বনির্ভর হবেন তাঁরা আর এই আর্থিক সহায়তা পাবেন না। পরিবর্তে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা পর্যায়ক্রমিকভাবে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন।

- **কারা আবেদনের যোগ্য :** 'চাকরিপ্রার্থী' হিসেবে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক-এ নাম নথিভুক্ত করানো এই রাজ্যে বসবাসকারী বেকার যুবক-যুবতীরা এই সুযোগ পাবেন। ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে হবে। এর বেশি শিক্ষাগত যোগ্যতাও থাকতে পারে। যে বছর প্রার্থী এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন সেই বছরের ১ এপ্রিল তাঁর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের (স্পনসর্ড) কোনও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের অধীন কোনও আর্থিক সহায়তা বা ঋণ গ্রহণ করেননি এমন যুবক-যুবতীরাই আবেদন করতে পারবেন। একটি পরিবারের মাত্র একজন সদস্যই এই প্রকল্পের আর্থিক সহায়তার সুবিধা পেতে পারেন।
- **যোগাযোগ :** স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। বর্তমানে অন-লাইনে প্রার্থীরা নিজেরাই ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। শ্রম দপ্তরের ওয়েবসাইট— www.wblabour.gov.in.